بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আন নাফির বুলেটিন – ০২

পরিবেশনায়

জুমাদাল আখিরাহ || ১৪৩৬ হিজরী

প্রজ্ঞাময় জিহাদ খিলাফতে রাশেদার পথে...

আল্লাহর নামে শুরু করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুল, তার পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম ও যারা তাঁদের অনুসরণ করেন, তাঁদের উপর।

প্রজ্ঞাময় জিহাদ খিলাফতে রাশেদার পথে...

হে আমাদের মহামল্যবান উম্মাহ! সম্ভবত আপনাদের নিকট আরব বসন্ত নামে পরিচিত বিপ্লবসমূহের ফলাফল স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। মিসরে শরিয়াহ শাসনের প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত আন্দোলনের পরাজয়ের পর ধর্মনিরপেক্ষ সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। সুতরাং অপরাধীদের লিডাররা তাঁদেরকে হত্যা করা ও কারাগারে নিক্ষেপ করা ব্যতিত সন্তুষ্ট হবেনা।

আর আমেরিকা লিবিয়াতে মুজাহিদদের হত্যা করার জন্য তার হোমরা-চমরাদের কোন প্রকার রাখঢাক ব্যতিত নির্লজ্জভাবে সমবেত করেছে। আর তিউনিসিয়াতে আরব বসন্ত থেমে গিয়েছে। অতঃপর আধিপত্যের জন্য সাড়া দিয়েছে। সুতরাং

গণতন্ত্রের জন্য শরিয়াহ শাসনের পরাজয় হয়েছে। অতঃপর ঐক্যের খাতিরে গণতন্ত্রের পরাজয় হয়েছে। এভাবে লাগাতার পতন চলছেই। যাইহোক ক্ষতবিক্ষত শামকে পশ্চিমারা ও ইহুদীরা পর্যবেক্ষণ করছে। মুসলিমদের হত্যা করছে ও মুজাহিদিনদের উপর বোমাবর্ষণ করছে। শামের ভিতরে ও বাহিরে ফেতনা ছেয়ে যাচ্ছে।

হে আমাদের মহামূল্যবান উম্মাহ! পথ ও পন্থা স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। দাওয়াত ও জিহাদ ব্যতিত কোন সমাধান নেই। তাওহীদের কালিমার পতাকাতলে একত্রিত হওয়া ব্যতিত মুজাহিদদের কোন সমাধান নেই। প্রজ্ঞাময় জিহাদকে আঁকড়ে ধরা ব্যতিত তাঁদের কোন উপায় নেই। কেননা শুধু জিহাদের দাবি মন্দ পরিণতি ও অপরাধীদের অনুসরণ থেকে বাচাবেনা।

পৃথিবীর সকল দেশের মুজাহিদদের জন্য আবশ্যক হল যে, তারা অতিতের দুই দশক থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন। মিশরে যখন মুজাহিদগণ ঐক্যের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেন, তখন তাঁদের একটি বিশাল অংশ অধঃপতনের বিরানভূমিতে পতিত হলেন। আফগানিস্তানে যখন মুজাহিদগণ ক্ষমতা ও গনিমতের মাল নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়লেন, তখন জিহাদ ডাকাত ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে

দন্দে পরিণত হল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বরকতময় তালেবান আন্দোলনের দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করেছেন। এবং আল জাযায়েরে যখন বাড়াবাড়ি, অহংকার, মূর্খতা ও অপরাধ তিব্র জিহাদি আন্দোলনকে পরাজয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছিল, অথচ তাঁরা তামকিনের অতিনিকটে ছিল। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁদের কাছে তাঁদের অবশিষ্ট কল্যাণ পাঠালেন। ফলে তা তাদেরকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করলেন। এবং ইমারাতে ইসলামীর ছায়ায় জামাআত কায়েদাতুল জিহাদে ঐক্যের মিছিলে সংযুক্ত করে দিলেন।

আজ আমরা শাম ও ইরাকে আফগানিস্তান ও আল জাযায়েরে সেই মর্মান্তিক পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। সেখানে বাইয়াতের কোন সম্মান নেই। ইমারাহ এর কোন সম্মান নেই এবং অঙ্গীকারের কোন সম্মান নেই। সুতরাং আজ আমরা ওই সকল লোকদের দেখছি, যারা তাঁদের অনুসারীদের উপর অবাধ্যতা হারাম করছে অথচ তারাই স্বীয় আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আমরা ওই সকল লোকদের দেখছি, যারা নিজেদের জন্য বাইয়াহ কামনা করে, অথচ সে তার আমীরের উপর তার বাইয়াহকে প্রকাশ্যে ভঙ্গ করছে। আমরা ওই সকল লোকদের দেখছি, যারা নামকাওয়াস্তে বাইয়াতের দ্বারা প্রকাশ্য শরই আদালতকে নিয়ে খেলা করছে, যেন তারা শ্রবন থেকে পশ্চাদপসরন, শ্রবন থেকে পলায়ন ও জামাআত থেকে ছুটে যেতে চেষ্টা করছে। আমরা ওই সকল লোকদের দেখছি, যারা নিজেদেরকে ওই সকল অখ্যাত লোকদের বাইয়াতের দ্বারা খলিফা হিসেবে ঘোষণা করছে, মানুষ যাদের নাম এমনকি উপাধিও জানেনা। অতঃপর তারা এই দাবীও করছে যে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তাদের মাথা বুলেটের উপযুক্ত হবে। আর সে খেলাফত অর্জন করেছে বিস্ফোরণ, ধোঁকা ও রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে। আর সকল জিহাদি গ্রুপ নাকি তাদের শরই বৈধতা হারিয়ে ফেলেছে। তারা সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে জিহাদি জামাআতগুলোর মাঝে এমন সময়ে অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে, যখন ক্রুসেডর, বাথপার্টি ও সাফাবিদের বোমাগুলো তাদের সবার উপরে বর্ষিত হচ্ছে। তাদের সকল প্রচেষ্টা এই যে, তারা শাম ও ইরাকের ফিতনাকে সকল জিহাদি ময়দানে ছড়িয়ে দিবে।

নিশ্চই যে ব্যক্তি তার আমীরের বাইয়াহকে সম্মান করে না, সে অবশ্যই তার মামুর/অধিনস্তদেরকে প্রদত্ত অঙ্গীকারও সম্মান করবেনা। যে ব্যক্তি তার অকাট্য ও সুস্পষ্ট কথাকে জরুরি ভাবলো না, সে যে কোন লোভ অথবা নফসের প্ররোচনায় কিংবা নিজের মতের বিপরীত হলে, যে কোন শরই আদালতের সাথে প্রতারণা করবে। যে অঙ্গীকার পালন করতে পারেনি, সে শরই কর্তৃত্বসমূহের যোগ্য নয়। কেননা এর জন্য সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা, যা সকল শর্তকে শামিল করে। সুতরাং যার থেকে এই বিষয়গুলো প্রকাশ পেয়েছে, তার সাথে কিভাবে ঐক্যমত্য হবে? যে ব্যক্তি শরই আদালত থেকে পলায়ন করলো, সে অচিরেই তার অনুসারীদের যে কোন আদালত থেকে পলায়ন করবে। যে ব্যক্তি তার বিরোধী পক্ষকে সন্দেহের বশে অথবা সামান্য সন্দেহের বশে ও সন্দেহের কল্পনায় তাকফির করা বৈধ মনে করে, বরং লোভীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে হামলার দ্বারা তার বিরোধীদের অপসারণ করতে উঠে পড়ে লাগবে, এ থেকে সে ও তার অনুসারীরা বিরত হবে না। আর এই সবগুলো বিষয় আমীরদের নির্দেশ ওয়াজিব হওয়ার দলীল দ্বারা তার নসিহতের পরিবর্তে আবশ্যক হল যে, তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের ক্ষেত্রে সাহায্য পাবে।

নিশ্চই এই লোকদের বাইয়াহ বাতিল। কেননা তা অঙ্গীকার ভঙ্গ ও অপরাধের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আর যা গড়ে উঠেছে বাতিলের উপর, তাও বাতিল। আর তাদের অগ্রবর্তীরা তাদেরকে

তা অনুসন্ধানের যোগ্য বানাবেনা। অতঃপর শরই কর্তৃত্বসমূহ ওয়াজিব করে যে, তা কায়েমের জন্য উত্তমদের পসন্দ করা হবে, ওই লোকদের নয়, যারা ফাসাদ সৃষ্টি করে। অঙ্গীকারসমূহ ভঙ্গ করে। শরই আদালত থেকে পলায়ন করে। ইস্তিশহাদিদের প্রেরন করে তার বিরোধীদের ধ্বংস করা জন্য হামলা করে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে বলেছেন-

"مروا أبا بكر فليصل بالناس"

আবু বকরকে লোকদের নিয়ে নামাজ পড়ার নির্দেশ দাও!

এই হাদিসে তার খলিফা হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। সকল মুসলমান তাকে খলিফা হিসেবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন এবং আবু বকর উমরকে খলিফা বানিয়েছেন। এবং তিনিই তার পরে সবচে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ব্যাপারেও মুসলমানগণ একমত হয়েছেন। এবং উমর রাঃ ছয়জনের মজলিসে শুরা গঠন করে গিয়েছেন, যাদের উপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু অবধি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে উসমান রাঃ এর বাইয়াতের ব্যাপারে মুসলমানগণ একমত হয়েছেন। আর এটাই হচ্ছে খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাহ, যার অনুসরণের জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

হে শামবাসী! হে শামের অবশিষ্ট উত্তম মানুষেরা! তাওহীদের কালিমাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। আপনারা স্বীয় ভাইদের প্রতি ছাড় দিন! মুমিনদের প্রতি কোমল হন! অন্যথায় জেনে রাখুন! গায়েব আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত আর কেউই জানেনা।

হে মিসরের ইসলাম ও জিহাদের অধিবাসীগণ! আপনাদের জন্য আবশ্যক হল যে আপনার ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান! মিলিত হয়ে যান! হে লিবিয়ার ইসলাম ও রিবাতের উত্তম মানুষেরা! আপনারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান!

হে খোরাসানের জিহাদের অধিবাসীগণ! আপনার আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের প্রতি আপনাদের শক্তিশালী বাইয়াহকে দুর্বল সন্দেহের কারণে ভেঙ্গে ফেলবেন না!

হে পৃথিবীর সকল মুজাহিদ ভাইয়েরা! ক্রুসেডরদের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা তাওহীদের কালিমা তলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান, যে ক্রুসেডররা আমাদের উপর হামলা করে যাচ্ছে। ওই সকল লোকদের ক্ষমা করবেন না। যারা বিবাধ সৃষ্টি করতে চায়। যারা মুজাহিদদের কাতারগুলোতে ফাটল সৃষ্টি করতে চায়। তাঁদের ঐক্যবদ্ধের জন্য আমরা আরও অপেক্ষা করবো।

আমাদের উপর আল্লাহ তায়ালার একটি নেয়ামত এই যে, আমরা আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের বাইয়াতে রয়েছি। আমরা ইমারাতে ইসলামীর অনেক ব্যাটালিয়নের মধ্য থেকে একটি ব্যাটালিয়ন। আমরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, দুখে-সুখে তাঁর কথা শুনবো ও তাঁর আনুগত্য করে যাবো। আর এটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি রহমত, যা তিনি আমাদের দান করেছেন। অনৈক্যের ফলে দলাদলি ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। আর ঐক্যের ছায়ায় রয়েছে রহমত ও বরকত। এটা হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক ফুরসত, যা খুব কমই পুনরাবৃত্তি হয় যে, পৃথিবীর সকল জিহাদি জামাআতকে একই পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করা।

হে আমাদের মুসলিম ও মুজাহিদ ভাইয়েরা! নিশ্চই আমরা এমন খিলাফতে রাশেদার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, যা একতা, সন্তুষ্টি ও শুরার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। তা গাদ্দারি, হত্যা, তাকফির ও বিস্ফোরণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবেনা। আমরা নবুওয়াতের আলোকে খিলাফতে রাশেদা চাই। এমন খিলাফত নয়, যা নিষ্পাপ লোকদের রক্তের সমুদ্রের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এবং যার পতাকা মুসলমানদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মাথার খুলির

উচ্চভূমিতে স্থাপিত হয়। এবং যা আমাদের পূর্বসূরিদের তাকফির করা ও নেককারদের অভিশাপ প্রদানের জন্য আওয়াজ উচু করছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহএ একটি কথা শুনি, যা তিনি কোন এক রাফেজির আবু বকর (রাঃ) এর সম্পর্কে একটি কথার জবাবে বলেছিলেন,

"যদি এমন হত, উমর ও তাঁর সহযোগী একটি জামাআত তাকে বাইয়াহ দিয়েছেন। আর সকল সাহাবা তা থেকে নিষেধ করেছেন, তাহলে এই কারণে তিনি ইমাম হতে পারতেন না। এবং তিনি ওই সকল জমহুর সাহাবায়ে কেরামের বাইয়াতের মাধ্যমে ইমাম হয়েছেন, শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী।

... ...

সুতরাং যে ব্যক্তি বলে যে তিনি ইমাম হয়েছেন এক, দুই বা চারজনের ইচ্ছায়, এবং তারা শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না, তাহলে সে ভুল করেছে।

... ...

যে সকল জমহুর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইয়াহ দিয়েছেন, তারাই আবু বকর (রাঃ) কে বাইয়াহ দিয়েছেন।

... ...

আর উমর (রাঃ) কে আবু বকর (রাঃ) নির্বাচন করেছেন, এবং আবু বকর (রাঃ) এর ইন্তেকালের পর সকল মুসলমান তাকে বাইয়াহ দিয়েছেন। সুতরাং তিনি ইমাম হয়েছেন ওই সকল লোকদের বাইয়াতের দ্বারা, যারা ক্ষমতা, শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী।

... ...

এটাও বলা হয় যে উসমান (রাঃ)ও গুটিকয়েক লোকের পসন্দে ইমাম হননি, বরং সকল মানুষের বাইয়াতের দ্বারা তিনি ইমাম হয়েছেন। সকল মুসলমান হজরত উসমান ইবনে আফফান রাঃকে বাইয়াহ দিয়েছেন। তাঁর বাইয়াতের ব্যাপারে কেউই বিরোধিতা করেননি।

... ...

অন্যথায় যদি শুধু হজরত আব্দুর রহমান (রাঃ) তাকে বাইয়াহ দিতেন, আলী (রাঃ) ও প্রতিপত্তির অধিকারী সাহাবায়ে কেরাম তাকে বাইয়াহ না দিতেন , তাহলে তিনি ইমাম হতে পারতেন না।" (মিনহাজুস সুন্নাহ আন নাবাবিয়্যাহ-১/৩৬৫-৩৬৭)

কেউ কি শোনার আছে? কেউ কি বিশ্বাস করার আছে? নাকি আফগানিস্তান ও আল জাযায়েরের ব্যর্থতা ইরাক ও শামেও পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে।

সুতরাং হে মুসলিম ও মুজাহিদগণ! তাওহীদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হন! ঐক্যবদ্ধ হন! আমরা খেলাফতে রাশেদার জন্য প্রজ্ঞাময় জিহাদ দ্বারা চেষ্টা করে যাচ্ছি।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم